যুগান্তর
06 DEC 2005

নওগাঁ সরকারি বিএমসি মহিলা কলেজে সাত শিক্ষকের পদ শূন্য : শিক্ষাদান ব্যাহত

নওগাঁ প্রতিনিধি

কুড়ি বছরেও নওগাঁ জেলার নারী শিক্ষার একমাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নওগাঁ সরকারি বিএমসি মহিলা কলেজের শিক্ষক পদ সৃষ্টি না হওয়ার কারণে শিক্ষক স্বল্পতা হেতু শিক্ষাদান কার্যক্রম ধীরগতিতে এগিয়ে চলছে।

১৯৭২ সালের ১ আগস্ট নওগাঁ মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে ১৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োজিত হন। তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই কলেজের লেখাপড়া ও খেলাধুলায় সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করে। ১৯৮৫ সালের ১ জুলাই কলেজটি জাতীয়করণ করা হলে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সেই থেকে অদ্যাবধি এই কলেজে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। নওগাঁ সরকারি বিএমসি মহিলা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে লেখাপড়া শিখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলা বিভাগে দু'জন, ইংরেজি বিভাগে দু'জন, অর্থনীতি বিভাগে দু'জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে দু'জন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে দু'জন, দর্শন বিভাগে একজন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগে দু'জন, পদার্থবিদ্যা বিভাগে একজন, রসায়নবিদ্যা বিভাগে একজন, জীববিদ্যা বিভাগে একজন, গণিত বিভাগে একজন, ভূগোল বিভাগে একজন সর্বমোট ১৮ জন শিক্ষকের পদ এই কলেজে রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিজ্ঞান বিভাগে তিনটি বিষয়ে তিনজন প্রদর্শক শিক্ষকের পদ, একজন শরীর চর্চা শিক্ষক এবং একজন গ্রন্থাগারিকের পদ। কলেজে অধ্যক্ষ ছাড়া উপাধ্যক্ষের কোন পদ না থাকায় অধ্যক্ষের প্রয়োজনীয় কাজে অনুপস্থিতিতে কলেজের কোন সিনিয়র শিক্ষককে সে কাজের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই কলেজে দীর্ঘদিন থেকে বাংলা, ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় অতিথি শিক্ষক দিয়ে লেখাপড়ার কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। প্রতিমাসে শিক্ষক শূন্য পদের বিবরণ ও তালিকা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়, অথচ কোন কোন বিভাগে সে শূন্য পদগুলো শূন্যই রয়ে গেছে। সম্প্রতি ২৪তম বিসিএস থেকে ইংরেজি বিভাগে একজন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে একজন, অর্থনীতি বিভাগে একজন, গণিত বিভাগে একজন, জীববিদ্যা বিভাগে একজন সর্বমোট ৫ জনকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগ দেয়া হয়। এদের মধ্যে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক যোগদান করেননি। ফলে বিদ্যমান ১৮টি শিক্ষকের মধ্যে বর্তমানে ইংরেজি বিভাগের দু'জন, বাংলা বিভাগের দু'জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দু'জন এবং অর্থনীতি বিভাগের একজন সর্বমোট সাতজন শিক্ষকের পদ আজও শূন্য রয়েছে। এসব বিষয়ে শিক্ষক পদগুলো শূন্য থাকার কারণে শিক্ষাদান কার্যক্রম যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা ওয়াসিউল ইসলাম জানান, কলেজে নতুন পদ সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি ইতিমধ্যে মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর বরাবর লিখেছেন। এই কলেজে বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে সর্বমোট ৬৯৬ জন ছাত্রী লেখাপড়া করছে। কলেজের ছাত্রীদের আবাসনের জন্য একটি ছাত্রীনিবাস রয়েছে এবং আরও একটি ছাত্রীনিবাস শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে।